বাংলাদেশের প্রজাপতি

প্রকৃতিপ্রেমিকদের জন্য গবেষণা প্রচেষ্টা

খণ্ড ৩

বাংলা নামকরণ

প্রথম সংস্করণ

ড. এম. এ. বাশার

বি. এসসি. (সম্মান), এম. এসসি. (ঢাকা)
ডিপ.-ইন-এপিকালচার (ইতালি)
ডি. এসসি. (ফ্রান্স)
প্রফেসর
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতাঃ প্রথম উন্মুক্ত প্রজাপতি গবেষণা পার্ক
ডীন, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০২); (২০০৮-২০১০)
উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা (২০০২-২০০৬)
লেখকঃ ***Instant Basics of Environment*** (First Edition, 2004)
Dictionary of Biodiversity (First Edition, 2013)
আচরণে-বিচরণে আমাদের প্রজাপতি (প্রথম সংস্করণ, ২০১৩)
Butterflies of Bangladesh Vol. 1 (First Edition, 2014)
Butterflies of Bangladesh Vol. 2 (First Edition, 2015)

এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি ল্যাবরেটরি (ইবিবিএল)
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রজাপতি

বাংলা নামকরণ

খণ্ড ৩

ড. এম. এ. বাশার

অধ্যাপক

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা

প্রথম উন্মুক্ত প্রজাপতি গবেষণা পার্ক

নামকরণে	ঃ	ইবিবিএল গবেষকবৃন্দ
প্রথম সংস্করণ	ঃ	২০১৬
গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক	ঃ	বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ট্রাস্ট ফাউন্ডেশন (বিসিটিএফ) প্রযত্নে-ড. এম. এ. বাশার, ইবিবিএল প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	লেখক
লিপিকার	ঃ	সাজেদা আকন্দ, শাহ্‌নাজ রহমান এবং কৃতী চৌধুরী
মুদ্রণ	ঃ	সরকার প্রিন্টার্স, ১৫ নীলক্ষেত বাবুপাড়া ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি ল্যাবরেটরি (ইবিবিএল) প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মুখ বন্ধ

প্রানিজগতের সুন্দর প্রাণিদের মাঝে প্রজাপতি অন্যতম। রঙ-বেরঙের পাখা আর চঞ্চলতার কারণে এরা সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। তবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও যে এদের অসীম অবদান রয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের জানার বিষয়াদি এখনও অনেক বাকী অর্থাৎ এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের **এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি ল্যাবরেটরি (ইবিবিএল)**-র গবেষকবৃন্দ দীর্ঘ **২০** বছর যাবৎ গবেষণা করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে প্রজাপতির ভূমিকা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত **৪০** টির অধিক বনাঞ্চলে এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গত **২০** বছর যাবৎ গবেষণা করে চলেছেন। প্রতিটি বনাঞ্চলে প্রজাপতির আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে সংগ্রহ করেছেন। গবেষণা ও পর্যলোচনার মাধ্যমে গবেষকগণ প্রজাপতির বাংলা নামকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য সংরক্ষণে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রজাপতির অবদান সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য এই জনপ্রিয় প্রাণিকুলের বাংলা নামের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় "বাংলায় প্রজাপতির নামকরণ" বইটি প্রকাশে ইবিবিএল সচেষ্ট হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই ক্ষুদ্র বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রজাপতি বিষয়ক গবেষণায় আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য ইবিবিএল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শক ড. বিমল কান্তি গুহ বইটির পাণ্ডুলিপির প্রুফ রিডিং করেছেন এবং বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরিমার্জন ও পরিশোধন করেছেন। ইবিবিএল তাঁর এই গুনগত অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

– এম. এ. বাশার